ডিজিটাল বাংলাদেশ

- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহারে ২০২১ সালের মধ্যে "ডিজিটাল বাংলাদেশ" গড়ার লক্ষ্য নির্ধারণ।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের বিশাল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশকে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন জাতি গঠনের সফল উদ্যোগ গ্রহণ।
- দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ। "প্রযুক্তি বিভেদমুক্ত" বাংলাদেশ গড়ায় অনন্য অগ্রগতি সাধিত।
- বিশ্বায়নের সকল সুবিধা গ্রহণের লক্ষ্যে ৪ বছরে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জিত।
- ২০২১ সালের অনেক আগেই "ডিজিটাল বাংলাদেশ" প্রতিষ্ঠার সকল উদ্যোগ সম্পন্ন। বিভিন্ন সংস্থা সমন্বিতভাবে কর্মসূচী বাস্তবায়ন।

এ টু আই (২০০৯-২০১২)

- দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র চালু।
- তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সুবিধা গ্রাম পর্যন্ত সম্প্রসারিত। এসব তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে প্রতিমাসে ৪০ লক্ষাধিক গ্রামীণ মানুষকে সেবা প্রদান।
- এসব তথ্য কেন্দ্র থেকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সরকারী ফরম, নোটিশ, পাসপোর্ট ও ভিসা সংক্রান্ত তথ্য, জাতীয় ই-তথ্যকোষ থেকে তথ্য সংগ্রহ, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন সেবা বিষয়ক তথ্য, চাকুরীর খবর, নাগরিকত্ব সনদপত্র, পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল, বিদেশে চাকুরী প্রাপ্তির লক্ষ্যে রেজিস্ট্রেশনসহ ২২০টি সেবা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি। ধাপে ধাপে ৭০০ ই-সেবা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ।
- মোবাইল ব্যাংকিং, জীবন বীমা, মাটি পরীক্ষা ও সারের সুপারিশ, বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ এবং জেলা প্রশাসন অফিসে জমির পর্চাসহ অন্যান্য সেবা পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি।
- মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে গড়ে প্রতিমাসে ১৫ কোটি টাকার অধিক আদান-প্রদান। শহর থেকে অর্থ গ্রামে যাচ্ছে। গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা।
- নিরবচ্ছিন্ন সেবা নিশ্চিত করতে ৩ হাজার সেবা কেন্দ্রে সোলার প্যানেল স্থাপন।
- সেবা কেন্দ্রের উদ্যোক্তাদের মাসিক গড় আয় ৫ কোটি টাকা।
- সেবা কেন্দ্রসমূহে সাড়ে ৪ হাজার নারীসহ ৯ হাজারের বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

- প্রতিটি জেলায় জেলা তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু। এসব কেন্দ্রে সরাসরি, ডাকযোগে ও অনলাইনে সেবার আবেদনের ব্যবস্থা।
- আবেদনের পর প্রাপ্তি স্বীকার রশিদের মাধ্যমে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জবাবদিহি ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।
- জেলা প্রশাসনের সকল কর্মকাণ্ড অনলাইনে সম্পাদন।
- দেশব্যাপী জেলা ই-সেবাকেন্দ্র থেকে প্রতি মাসে গড়ে ৪০ হাজার পর্চা অনলাইন পদ্ধতিতে প্রদান। এ পর্যন্ত প্রায় ১১ লক্ষ জমির পর্চা বিতরণ। গ্রাহকদের ঘরে বসে পর্চা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ। অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় ও হয়রানি বন্ধ।
- দেশের জীবন-জীবিকাভিত্তিক তথ্য এক জায়গায় সহজে খুঁজে পেতে বাংলায় প্রথম "জাতীয় ই-তথ্যকোষ" চালু।
- কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন ও মানবাধিকার, পর্যটন, কর্মসংস্থান, নাগরিক সেবা, অকৃষি উদ্যোগ, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শিল্প ও বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে বাংলা ভাষায় তথ্য সন্নিবেশ।
- এসব তথ্য টেক্সট, অ্যানিমেশন, ছবি, অডিও এবং ভিডিও আকারে প্রকাশ।
- সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান একযোগে জাতীয় ই-তথ্যকোষ প্রণয়ন ও উন্নয়নের কার্যক্রম শুরু।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য "মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম" ও "শিক্ষক কর্তৃক ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরী" ২টি মডেল উদ্ভাবন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ মে ২০১২ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

- শিক্ষার মানোন্নয়নের পাশাপাশি পাঠদান পদ্ধতি সহজ ও আনন্দদায়ক করতে দেশব্যাপী ২০ হাজার ৫০০ মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম প্রতিষ্ঠা। ৫ হাজার শিক্ষককে মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট তৈরীর প্রশিক্ষণ প্রদান।
- প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের উপযোগী কনটেন্ট তৈরী করে পাঠদান। ৭০ লক্ষ শিক্ষার্থী সরাসরি উপকৃত।
- ৩ হাজার ১৭২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন। ২৪ হাজার পোর্টাল নির্মাণ অব্যাহত।
- প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ৩২৫টি পাঠ্যপুস্তক ই-বুকে রূপান্তর।
- আয়করের হিসাব নিরুপণ ও আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে অনলাইন ট্যাক্স ক্যালকুলেটর প্রবর্তন। এ পদ্ধতিতে এক লাখেরও বেশী করদাতার আয়কর নিরুপণ ও দাখিল সম্পন্ন।
- মোবাইল ফোনে ব্যবহারোপযোগী বাংলা কী প্যাড প্রমিতকরণ। বাংলা কী প্যাড ছাড়া মোবাইল সেট আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ।
- বাংলায় এসএমএস পাঠানো ও পড়ার সুযোগ সৃষ্টি।
- বিভিন্ন ই-সেবা সম্পর্কে অবহিতকরণের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে সকল বিভাগ ও জেলায় ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার আয়োজন। সেবাদান ও সেবাগ্রহীতার মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা। তথ্য প্রযুক্তিতে সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্যোক্তা সৃজন। বিভিন্ন মেলায় ৩০টি সেবাকে পুরস্কৃত।
- ডিজিটাল সেবার সাথে মানুষকে ব্যাপকভাবে পরিচিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ।
- ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবস্থা বাস্তবায়নে তথ্য প্রযুক্তি সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি।
- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের মাধ্যমে জাতীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন।
- সরকারী পর্যায়ে ই-ফাইলিং, ই-সার্ভিসসহ দেশব্যাপী দপ্তরসমূহের মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন ও এপ্লিকেশন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ।
- অনলাইনে আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে "লার্নিং এন্ড আর্নিং" কর্মসূচী গ্রহণ।
- এর আওতায় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অনলাইন আউটসোর্সিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত।
- ১২টি জেলার ১ হাজার ৫০০ শিক্ষার্থীকে অনলাইন আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান।
- তরুণদের আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে এশিয়ার সবচেয়ে বড় আইসিটি ইভেন্ট ই-এশিয়া আয়োজন।
- ইউনিকোড সুবিধা সম্বলিত নতুন বাংলা ফন্ট "আমার বর্ণমালা" প্রস্তুত ও বিনামূল্যে বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ। প্রমিত বাংলা ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি।

- দেশের প্রায় ৫০ শতাংশ মানুষ ব্যাংকিং সেবার আওতার বাইরে। যার অধিকাংশই গ্রামে বসবাস করে। তাদেরকে ব্যাংকিং সুবিধা দেয়ার লক্ষ্যে "ইলেকট্রনিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন" বাস্তবায়নাধীন।
- গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ব্যাংকিং সুবিধা নিশ্চিতে মোবাইল ব্যাংকিং পদ্ধতি চালু।
- আখচাষীদের এসএমএস এর মাধ্যমে পুর্জি প্রাপ্তি। বিড়ম্বনার অবসান। চিনি উৎপাদন বৃদ্ধি।
- কম গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ এসএমএসের মাধ্যমে থানায় প্রেরণ এবং প্রাথমিক তদন্ত সম্পাদন।
- আধুনিক ট্রাফিক ব্যবস্থার জন্য ই-ট্রাফিক চালু।
- উপজেলা ও জেলা হাসপাতালগুলোতে মোবাইল স্বাস্থ্যসেবা চালু। টেলিমেডিসিন সিস্টেম চালু।
- মোবাইল ও অনলাইনে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও অন্যান্য দুর্যোগের পূর্বাভাস দেশের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোতে প্রেরণ।
- সরকারী ক্রয়ে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ব্যবস্থা ও গতি বৃদ্ধির জন্য ই-প্রকিউরমেন্ট ও ই-টেন্ডারিং চালু।
- বেসরকারী শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট ও অবসর সুবিধা বোর্ডে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু।

টেলিযোগাযোগ (২০০৯-২০১২)

- মোবাইল টেলিফোন সিমের সংখ্যা ৯ কোটি ৬৭ লক্ষে উন্নীত। ৫ কোটি সিম বৃদ্ধি।
- ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা ৩ কোটি ৯ লক্ষে উন্নীত। গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ৭ গুণ বৃদ্ধি। ইন্টারনেট চার্জ হ্রাস।
- ইন্টারনেট সেবা সহজলভ্য করার লক্ষ্যে চার দফা চার্জ কমিয়ে ১ এমবিপিএস ব্যান্ডউইডথের মূল্য ২৭ হাজার টাকা থেকে ৮ হাজার টাকায় নির্ধারিত। কলসেন্টারের জন্য ব্যান্ডউইডথের মূল্য ৬ হাজার টাকায় ধার্য।
- ২৫টি দুর্গম পার্বত্য উপজেলাসহ পার্বত্য জেলাসমূহে মোবাইল নেটওয়ার্ক চালু।
- পার্বত্য জেলাগুলোসহ সমগ্র দেশে মোবাইল নেটওয়ার্ক চালু। ৩০ হাজার বিটিএস স্থাপন।
- দেশে টেলিডেনসিটি ৬৪ শতাংশ এবং ইন্টারনেট ডেনিসিটি প্রায় ২৫ শতাংশে উন্নীত।
- মহাকাশে বাংলাদেশের প্রথম উপগ্রহ "বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট" উৎক্ষেপণের প্রক্রিয়া শুরু। স্যাটেলাইট প্রকল্পের অর্বিটাল লোকেশন নির্ধারণের জন্য আইটিইউ ও অন্যান্য প্রশাসনের সাথে সমন্বয় প্রক্রিয়াধীন।
- দেশের ৮ হাজার গ্রামীণ ডাকঘর এবং ৫০০ উপজেলা ডাকঘরকে ই-সেন্টারে রূপান্তর।

- ২ হাজার ৭৫০টি পোস্ট অফিসে মোবাইল মানি অর্ডার সার্ভিস চালু।
- নিরাপদে অর্থ পরিবহনের লক্ষ্যে পোস্টাল ক্যাশ কার্ড নামে নতুন সেবা প্রবর্তন।
- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন কর্তৃক টেলিকম অপারেটরের ৫৭৪টি লাইসেন্স প্রদান।
- ৪টি বেসরকারী মোবাইল কোম্পানীর ২-জি লাইসেন্স নবায়ন। ৪ হাজার ৭৬৪ কোটি টাকা রাজস্ব আয়।
- জনগণকে আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবা দেয়ার লক্ষ্যে উন্নত প্রযুক্তি সম্বলিত সেলুলার মোবাইল সার্ভিসেস ৩-জি, ৪-জি ও এলটিই অপারেটর লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়াধীন।
- টেলিটক ৩-জি প্রযুক্তির নেটওয়ার্ক প্রবর্তন। টেলিযোগাযোগ খাতে বাংলাদেশ-চীন ৩-জি প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং ২.৫জি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ঋণ চুক্তি বাস্তবায়ন। ৩-জি গাইড লাইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ অক্টোবর ২০১২ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান এর সাথে কথা বলে টেলিটক থ্রি-জি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন।

- ১৭ হাজার ৩৩ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়।
- টেলিযোগাযোগ সেবার সর্বোচ্চ সুফল ভোগ করে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এডুকেশন লাইন, টেলিহেলথ, কৃষি জিজ্ঞাসা, ইউটিলিটি বিল পেমেন্ট, মোবাইল রেমিটেন্স সার্ভিস, রেলওয়ের টিকিট বিক্রয়, বিবিসি জানালা, মোবাইল ব্যাংকিং, হজ্জ তথ্যসহ বিভিন্ন ভ্যালু এডেড সার্ভিস চালু।
- ২য় সাব মেরিন ক্যাবলের সাথে যুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ।
- মোবাইল টেলিফোনে সর্বোচ্চ ১০ সেকেন্ড পালস্ চালু। গ্রাহকদের সাশ্রয়।

- আন্তর্জাতিক ইনকামিং কল গড়ে প্রতিদিন ২ কোটি ২৬ লক্ষ মিনিট থেকে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ মিনিটে উন্নীত।
- আন্তর্জাতিক কল সার্ভিস সহজলভ্য করার লক্ষ্যে ৮০ শতাংশের বেশি গন্তব্যে কল চার্জ হ্রাস।
- ৫৮টি জেলার ১৭৮টি উপজেলা ও ৪২টি গ্রোথ সেন্টারে ডিজিটাল টেলিফোন প্রদান।
- ৩টি পার্বত্য জেলার ২০টি উপজেলায় ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ স্থাপন।
- ৭টি জেলা ও ৫১টি উপজেলা অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের আওতায় আনা এবং আইএমএস প্রযুক্তির ১ লক্ষ ৮০ হাজার লাইন টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপন কাজ শুরু।
- ৩৮টি দেশের ৫৪টি অপারেটরের সাথে রোমিং সার্ভিস চালু।
- ১৬ হাজার ১৫০টি পিএসটিএন টেলিফোন সেট সংযোজন।
- জনগণের যোগাযোগ নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্তি সহজতর করতে টেলিডেনসিটি ৬৭ শতাংশে উন্নীত। ২০০৮ সালে দেশে টেলিডেনসিটি ছিল ২৯ শতাংশ।
- ঢাকা, বিভাগীয় ও জেলা শহর এবং উপজেলা পর্যায়ে ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ স্থাপনের মাধ্যমে ১ লক্ষ ৫০ হাজার লাইন সম্প্রসারণ।
- দেশে ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২৯৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ইনফো বাহন বাস্তবায়িত।
- সাবমেরিন ক্যাবল ব্যান্ডউইডথ সহজলভ্য করার লক্ষ্যে কক্সবাজার সাবমেরিন ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশনে একটি কো-লোকেশন সেন্টার স্থাপন।
- বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প সংস্থাতে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল প্ল্যান্ট স্থাপন।
- ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সিস্টেম চালু এবং ৪৭ হাজার সংযোগ প্রদান।
- ব্রডব্যান্ড ওয়ারলেস এক্সেস সিস্টেমের আওতায় ফিক্সড্ ওয়াইম্যাক্স সার্ভিস এর নেটওয়ার্ক সকল বিভাগে সম্প্রসারণ।
- বিটিসিএল এর নিজস্ব বিল প্রিন্টিং সিস্টেম প্রবর্তন।
- সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে সংযুক্ত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অপটিক্যাল ফাইবার লিংকের রিডানডেন্ট লিংক স্থাপন।
- ২৮৫ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল তৈরী। ২ লক্ষ ৯৫ হাজার ১৭৫ কন্ডাক্টর কিলোমিটার কপার টেলিফোন ক্যাবল উৎপাদন।

- প্রতি মিনিট কল চার্জ ৮০ পয়সায় কমিয়ে আনা। ১৯৯৫ সালে প্রতি মিনিট কল চার্জ ছিল ১৩ টাকা।
- প্রতিটি এসএমএস'র ডমিস্টিক ট্যারিফ ২ টাকা ৫০ পয়সা থেকে কমিয়ে ৫০ পয়সা এবং আন্তর্জাতিক এসএমএস ট্যারিফ ৫ টাকা থেকে কমিয়ে সর্বোচ্চ ২ টাকা নির্ধারণ।
- টেলিকম গ্রাহক স্বার্থ রক্ষায় ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন কনজ্যুমার প্রোটেকশন গাইডলাইন প্রণয়ন অব্যাহত।
- অনাকাঙ্ক্ষিত ফোন, এসএমএস প্রাপ্তি বন্ধ করতে "ডুনট্ ডিস্টার্ব গাইডলাইন" প্রণয়ন অব্যাহত।
- মোবাইল সেট ভিত্তিক অপরাধ প্রতিরোধে ডিভাইস ও সংযোগের আইডেনটিফিকেশন রেজিস্ট্রার এর পরিচালন নির্দেশনাবলী প্রণয়ন অব্যাহত।
- ন্যাশনওয়াইড টেলিকমিউনিকেশন ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক লাইসেন্সের আওতায় ১ হাজার ৬০০ কিলোমিটার লং হল, ৪৪০ কিলোমিটার মেট্রো রিং এবং ২৭৫ কিলোমিটার এফটিটিএক্স নেটওয়ার্ক সৃষ্টি। যা ২৪টি জেলা ও ৯৪টি উপজেলায় বিস্তৃত।
- ইন্টারনেট গ্রাহকদের দেশের ভিতরে স্বল্প মূল্যে ভয়েস কল সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ৩৯টি আইপি ফোন সার্ভিস চালু।
- এনটিটিএন লাইসেন্সধারী অপারেটরদের মাধ্যমে ঢাকা শহরের বিভিন্ন অংশে আন্ডারগ্রাউন্ড অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন।
- বিভিন্ন সার্ভিসের জন্য ৩৩৮টি তরঙ্গ বরাদ্দ ও লাইসেন্স প্রদান।
- গেটওয়েগুলোর কল রেকর্ড পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণের জন্য বিটিআরসিতে সিডিআর সিস্টেম এবং ওএন্ডএম টার্মিনাল স্থাপন।
- বাংলাদেশে ব্যবহারের জন্য সকল ব্রান্ডের বেসিক মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেটের পূর্ণাঙ্গ বাংলা কি-প্যাড জাতীয় মান BDS 1834: 2011 হিসেবে গৃহীত। ৩১ জানুয়ারি ২০১২ থেকে সকল ব্রান্ডের বেসিক মোবাইল হ্যান্ডসেটে এ জাতীয় মান সংযোজিত।
- বাংলা কী-প্যাডসহ ১ লক্ষের বেশী মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেটের অনুমতি প্রদান।
- আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সংযোগ নিরবচ্ছিন্ন এবং সহজতর করার লক্ষ্যে সাবমেরিন ক্যাবলের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক টেরিস্ট্রিয়াল সংযোগ স্থাপনের কার্যক্রম শুরু।
- ".bd" এর পাশাপাশি ২য় কান্ট্রি কোডেড টপ লেভেল ডোমেইন হিসেবে ".বাংলা" একটি পলিসি অথরিটি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ।

- এসএমএস ভিত্তিক মূল্য সংযোজিত সেবার পাশাপাশি আইভিআর, ইউএসএসডি, এপিআই, এ্যাপলিকেশন, ওয়াস ভিত্তিক সেবা যেমন, ট্র্যাকিং সার্ভিস, হল সেন্টার ভিত্তিক ইনফরমেশন হেলফ লাইন, মোবাইল ফাইনেন্সিয়াল সার্ভিস ইত্যাদি সুযোগ সৃষ্টি।
- ৪৭টি আন্তর্জাতিক ও ২৭টি ডমিস্টিক কল সেন্টার চালু। ২২ হাজার শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।
- সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে বিডি-সার্ট গঠন।
- আন্তর্জাতিক বিভিন্ন অপারেটরের সিম দেশে পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি। গ্রাহকদের উচ্চ মূল্যের রোমিং সুবিধা নিতে হয় না।
- আন্তর্জাতিক ইনকামিং কল চার্জ ২০০৭ সালের দশমিক ৪ সেন্ট থেকে দশমিক ৩৪৫ সেন্ট নির্ধারণ। দশমিক ৩ সেন্ট করার পরিকল্পনা গ্রহণ।
- অসত্য তথ্য দিয়ে নিবন্ধনকৃত ও অনিবন্ধিত সিম ব্যবহার বন্ধ করতে প্রি-একটিভেটেড সিম বন্ধকরণ।
- টেলিযোগাযোগ সেবাদান প্রতিষ্ঠানগুলো সহজে ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক ব্যবহার করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী ২ হাজার ৯০০ ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক স্থাপন।
- রিজিওনাল কানেকটিভিটি স্থাপন এবং কম খরচে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ প্রদানের লক্ষ্যে ৬টি প্রতিষ্ঠানকে আইটিসি লাইসেন্স প্রদান।
- অবৈধ ভিওআইপি বন্ধে সিম বক্স ডিটেকশন সিস্টেমের মাধ্যমে অসত্য তথ্য দিয়ে রেজিস্ট্রেশনকৃত সীম বন্ধ করা এবং অভিযান পরিচালনা।
- আন্তর্জাতিক ভিডিও কনফারেন্সিং এর সুযোগ সৃষ্টি।
- তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলায় ৬টি ফিক্সড মনিটরিং স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে দেশব্যাপী ফ্রিকোয়েন্সি মনিটরিং নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা।
- তাৎক্ষণিক তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতা সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে ৫টি মোবাইল মনিটরিং স্টেশনকে সার্বক্ষণিক সক্রিয়করণ।
- ১ হাজার ৮০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ডে অপারেটরদের জন্য বরাদ্দকৃত তরঙ্গ পুনঃসজ্জায়ন।
- তরঙ্গের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
- গ্রাহকদের ব্যয় হ্রাসে দেশব্যাপী বিটিসিএল থেকে বিটিসিএল টেলিফোনে কল চার্জ ৩০ পয়সা প্রতি মিনিট এবং টেলিফোন লাইনে হ্রাসকৃত হারে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সার্ভিস চালু।

- মাঠ প্রশাসনের কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ব্যবস্থা ও মনিটরিং নিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক অফিসের ভিডিও কনফারেন্সিং ও ই-সার্ভিস চালুকরণ।
- ৫৬টি নতুন টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপন ও ১ লক্ষ ৫০ হাজার লাইন সম্প্রসারণ।
- বিটিসিএল এর নিজস্ব ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সার্ভিস চালু ও ৪৭ হাজার সংযোগ স্থাপন।
- উপজেলা পর্যায়ে টেলিফোন সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫৮টি জেলার ১৭৮টি উপজেলা ও ৪২টি গ্রোথ সেন্টারে ১ লক্ষ ৯ হাজার লাইনবিশিষ্ট ডিজিটাল সুইচিং সিস্টেম ও ১ লক্ষ ২০ হাজার লাইনের ক্যাবল নেটওয়ার্ক স্থাপন।
- বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক SEA-ME-WE-5 কনসোর্টিয়ামে যোগদান।
- ডিজিটাল ব্রডকাস্টিং প্রবর্তন।
- বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন, সেনাবাহিনীসহ বহু প্রতিষ্ঠানে অনলাইনে চাকুরীর দরখাস্ত গ্রহণ, প্রবেশপত্র প্রদান ও ফলাফল প্রকাশের কাজ সম্পন্ন।
- বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, মোবাইল ব্যাংকিং, দুর্যোগপ্রবণ উপকূলীয় এলাকায় দুর্যোগের পূর্বাভাস, চিকিৎসা ও কৃষি ক্ষেত্রে মোবাইল ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে সেবা প্রদান।
- দেশের সকল উপজেলায় মোবাইল ইন্টারনেট চালু। সকল জেলাকে উচ্চগতির ইন্টারনেটের আওতায় আনয়ন। ১০৮টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার সংযোজনের কাজ সম্পন্ন।
- টেলিফোন শিল্প সংস্থা সর্বনিম্ন ১০ হাজার টাকায় ল্যাপটপ কম্পিউটার সংযোজন ও বাজারজাতকরণ। ২২ হাজার ১৭২ পিস সংযোজন এবং ১৪ হাজার ১০৫ পিস বিক্রয়।
- ২১ হাজার পিস টেলিফোন সেট উৎপাদন। ১৪ হাজার ৪০৯ পিস বিক্রয়।
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ২০ হাজার ৫০০টি উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগসহ ল্যাপটপ সরবরাহ শুরু।
- অপটিক্যাল ফাইবার উৎপাদনের লক্ষ্যে খুলনার কেবল শিল্প সংস্থায় প্ল্যান্ট স্থাপন। বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৯ হাজার কিলোমিটার।
- ৫৮টি জেলার ১৭৮টি উপজেলা ও ৪২টি গ্রোথ সেন্টারে ডিজিটাল টেলিফোন সেবা সম্প্রসারিত। ১ লক্ষ ৯ হাজার লাইন বিশিষ্ট ডিজিটাল সুইচিং সিস্টেম, ১ লক্ষ ২০ হাজার লাইনের ক্যাবল নেটওয়ার্ক এবং ১৫০টি ডিজিটাল রেডিও লিংক স্থাপন।
- ইন্টারনেট সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৭টি বিভাগীয় শহরসহ ৪৬টি জেলার ৫৬টি উপজেলায় ১ হাজার ৪৫০ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক ও ট্রান্সমিশন যন্ত্রপাতি স্থাপন। ৩৬টি জেলা শহরে সাশ্রয়ী মূল্যে ব্রডব্যান্ড সেবা এবং ৪৫৫টি উপজেলায় ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান।
- পল্লী এলাকায় ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৯৩টি উপজেলার ১০৮টি ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক ও ট্রান্সমিশন যন্ত্রপাতি স্থাপন।

- পার্বত্য জেলাগুলোর ২০টি উপজেলায় ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপন।
- ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৬৪টি জেলার ১৪৯টি উপজেলা ও ১ হাজার ৬টি ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ বাস্তবায়নাধীন।
- ২৫টি পার্বত্য উপজেলাসহ ৪২৫টি উপজেলায় টেলিটক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ। ৫০৭টি বিটিএস টাওয়ার নির্মাণ।
- বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড ৪ লক্ষ ৫৬ হাজার কন্ডাক্টর কিলোমিটার কপার টেলিফোন ক্যাবল উৎপাদন। ২ হাজার ২৭ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল উৎপাদন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (২০০৯-২০১২)

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতকে থার্স্ট সেক্টর ঘোষণা।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সুবিধা গ্রাম পর্যন্ত সম্প্রসারিত।
- ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য তথ্য প্রযুক্তি সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি। ৬টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে লাইসেন্স প্রদান।
- ই-গভর্ন্যান্স কার্যক্রমে নিরাপত্তার জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত ৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩টি সংস্থা গ্রাহক পর্যায়ে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রদানের সক্ষমতা অর্জন।
- বেসিক আইসিটি স্কিল আপ টু উপজেলা লেভেল প্রকল্প গ্রহণ।
- ৬৪টি জেলার ১৩৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১ হাজার ২৩০ জন শিক্ষককে আইসিটি মাস্টার ট্রেইনার এবং ৩২ হাজার ছাত্রকে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান।
- আইসিটি ভিত্তিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের অর্জিত সাফল্য ও সক্ষমতা বহির্বিশ্বে প্রশংসিত।
- সমাজের সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে নানামুখী ই-সেবার সঙ্গে পরিচিত করা।
- দেশে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ।
- হাইটেক শিল্প স্থাপন ও বিকাশের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে হাইটেক পার্ক সৃষ্টি ও তার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা এবং উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি।
- গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় ২৩১ একর জমিতে একটি হাইটেক পার্ক প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু।
- ঢাকার জনতা টাওয়ারকে সফটওয়্যার টেকনোলজী পার্কে রূপান্তরকরণ অব্যাহত।
- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে জাতীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন।

- এ সেন্টার থেকে ১০৭টি সরকারী ওয়েবসাইট ও ৫০টি মেইল হোস্টিং সার্ভিস, জাতীয় পরিচয়পত্র ও ভোটার তালিকার তথ্য ভান্ডার এটুআই কর্মসূচীর আওতায় ই-সেবা সংক্রান্ত সফটওয়্যার পরিচালিত।
- মন্ত্রণালয়, ১১৪টি অধিদপ্তর, বিভাগ, জেলা, ৮৯টি উপজেলা ও ১০০টি ইউনিয়নের মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন।
- পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপের আওতায় আরেকটি জাতীয় ডাটা সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ শুরু।
- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল থেকে ১৮১ জনকে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা প্রদান। ১ হাজার ৫০০ জন আইসিটি গ্রাজুয়েট ইন্টার্নশীপ গ্রহণ।
- আইসিটিতে মেধা বিকাশে আইসিটি ইনকিউবেটর প্রতিষ্ঠা। ৪৪টি সফটওয়্যার ও আইসিটি প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ।
- আইসিটি উদ্যোক্তা সৃজনে পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে "আইসিটি বিজনেস ইনকিউবেটর" প্রতিষ্ঠা।
- তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগে মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবার উন্নতির জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক বাংলাদেশের সাউথ-সাউথ এওয়ার্ড অর্জন।
- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল দেশব্যাপী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের জন্য ই-এডুকেশন ক্যাটাগরিতে "ন্যাশনাল ডাটা সেন্টার ফর ই-সার্ভিস" পুরস্কার এবং ই-ইনফ্রাস্ট্রাকচার ক্যাটাগরিতে ভারতের "মন্থন পুরস্কার" লাভ।
- তথ্য প্রযুক্তির বিকাশে আইসিটি আইন ও আইসিটি নীতি প্রণয়ন।
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থায় প্রায় ১০ হাজার আইসিটি প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ।
- দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক ও আঞ্চলিক তথ্য মহাসড়ক সৃষ্টি।
- মাধ্যমিক পর্যায়ে আইটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা। নিম্ন মাধ্যমিকে আইসিটি শিক্ষা চালু।
- সর্বক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশে পদক্ষেপ গ্রহণ।
- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল সামরিক ও বেসামরিক ৮৮টি প্রতিষ্ঠানকে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ও সেবা প্রদান।
- তরুণ বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনী মেধা বিকাশের লক্ষ্যে ৮৫টি বিজ্ঞান ক্লাবকে রেজিস্ট্রেশন প্রদান।
- ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা।
- অণুজীবের খাদ্য উৎপাদন ও বৈচিত্র্য সংরক্ষণ।

- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্ট আইন, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, বাংলাদেশ ন্যাশনাল সাইন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার আইন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার আইন ও ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজী আইন প্রণয়ন।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (২০০৯-২০১২)

- বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা পরিচালনার জন্য বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ, আইসিটি ফেলোশিপ ও অনুদান প্রদান।
- এ সব ফেলোশিপের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও গবেষক তৈরীর মাধ্যমে একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ।
- এ উদ্যোগটি ১৯৯৯ সালে প্রথম গৃহীত। বিএনপি-জামাত জোট সরকার ক্ষমতায় এসে বিজ্ঞানী ও গবেষক সৃষ্টির এ মহতী প্রচেষ্টাকে বন্ধ করে দেয়। এতে অনেক বিজ্ঞানীর গবেষণাকর্ম মাঝপথে বন্ধ হয়। বিদেশে উচ্চশিক্ষারত অনেকে গবেষণা বন্ধ করে দেশে ফিরে আসেন।
- ২০১১-১২ অর্থবছরে ২০টি প্রকল্পের অনুকূলে ৯০ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়।
- ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১৬টি প্রকল্পের অনুকূলে ১৫৮ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান।
- বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ২ হাজার ৮১২ জনকে ফেলোশীপ প্রদান।
- ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৭০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে মাস্টার্স, এমফিল ও পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়নের জন্য ৪ কোটি ৪ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা ফেলোশীপ প্রদান।
- দেশ-বিদেশে ২২৫ জনকে এমএস ও পিএইচডি করার সুযোগ সৃষ্টি।
- বিভিন্ন গবেষণা কর্মের উপর আন্তর্জাতিক জার্নালে ৪৪০টি এবং দেশীয় জার্নালে ৩৭৪টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত।
- ইনস্টিটিউট ফর নিউক্লিয়ার এন্ড টেকনোলজী স্থাপন।
- ঢাকা পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের গবেষণা সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ।
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের ১৪টি পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্রে ১০ লক্ষের অধিক রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান। প্রায় ৫০ কোটি টাকা আয়।
- প্রায় ২৮ হাজারটি খাদ্যদ্রব্যের নমুনায় তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা পরীক্ষা করে ৩৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয়।

- প্রায় ২৯ হাজারটি টিস্যু ব্যাংকিং ও জীবাণুমুক্ত টিস্যু গ্রাফ প্রস্তুত ও সরবরাহ।
- তেজস্ক্রিয় পদার্থের আমদানি ও রপ্তানির লক্ষ্যে ৫৬৩টি নতুন লাইসেন্স প্রদান এবং ২ হাজার ৭৪৩টি লাইসেন্স নবায়ন।
- ১ হাজার ১৪০ জনকে পরমাণু বিষয়ক উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান।
- বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও গবেষণা পরিষদ ১৮৬টি গবেষণা সম্পন্ন। আরও ৯৫টি চলমান। গবেষণালব্ধ ফলাফল দেশের শিল্প ও সেবাখাতের উন্নয়নে ব্যবহৃত।
- সর্বসাধারণের ব্যবহারোপযোগী স্বল্প মূল্যের আর্সেনিক টেস্টিং কিট ও ফরমালিন টেস্টিং কিট উদ্ভাবন।
- সেচকাজের জন্য ডুয়েল-ফুয়েল (সিএনজি ও ডিজেল) ইঞ্জিন মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ।
- বায়োগ্যাস প্রযুক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে স্বল্প মূল্যে ও বহনযোগ্য ফাইবার-গ্যাস বায়োগ্যাস ডাইজেস্টার উদ্ভাবন।
- নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পাওয়ার জন্য সোলার গ্রিড হাইব্রিডাইজেশন পদ্ধতি উদ্ভাবন।
- জয়পুরহাটে মাইনিং, মিনারেলজী এবং মেটালার্জি ইনস্টিটিউট আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ।
- বাংলাদেশ ন্যাশনাল সাইন্টিফিক এ্যান্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার এ ই-লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা।
- বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও গবেষণা পরিষদে ডেজিগনেটেড রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্ট নামে একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন রসায়ন গবেষণাগার স্থাপন।
- পরমাণু শক্তি কমিশনে ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬টি অত্যাধুনিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা।
- পাবনার রূপপুরে ১ হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি ইউনিট পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর।
- পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ সংক্রান্ত রাশিয়ার সঙ্গে ২টি চুক্তি সম্পন্ন। এর একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রস্তুতিমূলক কাজের অর্থায়নের জন্য ৫০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ চুক্তি।
- অপর চুক্তিটি বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটারে পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত একটি তথ্যকেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে। এর মাধ্যমে জনগণকে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্পর্কে সচেতন করা হবে। নিরাপত্তার ব্যাপারে আশ্বস্ত করা হবে। সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। উভয় দেশ পারমাণবিক বিদ্যুৎ সংক্রান্ত তথ্য বিনিময় করবে।
- বাঙালি জাতি পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণের পথে।

- কক্সবাজারে জাতীয় সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং মেরিন অ্যাকুয়ারিয়াম প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম গ্রহণ।
- জাতীয় বিজ্ঞান ও জাদুঘর আইন, বাংলাদেশ ন্যাশনাল সাইন্টিফিক এ্যান্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার আইন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার আইন এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজী আইন প্রণয়ন।
- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে "মহাকাশ বিজ্ঞান গ্যালারি" স্থাপন। ২৯টি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রদর্শনী বস্তু সংগ্রহ।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার শক্তিশালীকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কার্যক্রম গ্রহণ।
- নভোথিয়েটারে ডিজিটাল ফিল্ম ও এক্সিবিটস সংযোজন করে একটি শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৪ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকার কর্মসূচী গ্রহণ।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক সংগ্রামের উপর ৩০ মিনিট দৈর্ঘ্যের ডিজিটাল ফিল্ম তৈরী।
- বাংলাদেশ বিজ্ঞান শিল্প গবেষণা পরিষদ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারের কার্যক্রম বিভাগীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ।
- তরুণ বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনী মেধা বিকাশের লক্ষ্যে ১৬৯টি বিজ্ঞান ক্লাবকে রেজিস্ট্রেশন প্রদান।
- ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা। অণুজীবের খাদ্য উৎপাদন ও বৈচিত্র্য সংরক্ষণ।
- ছাগল খামার তৈরীর জন্য মাইক্রোস্যাটেলাইট ডিএনএ বিশ্লেষণ করে জেনেটিক বৈচিত্র স্টাডি।
- জীব-প্রযুক্তি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে খরা সহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন।
- ধানের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে পরিবেশবান্ধব জীবাণুসার উদ্ভাবন। হিউম্যান ডিএনএ প্রোফাইলিং সুবিধা সৃষ্টি। বস্ত্র, চামড়া ও ডিটারজেন্ট শিল্পে ব্যবহারের জন্য এনজাইম তৈরী।
- বাংলাদেশ-মরক্কো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর।